Centre of Learning - Delhi-

ভূমিকা-1206 খ্রিস্টাব্দ থেকেই ইসলামিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল দিল্লী। শাসনব্যবস্থা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, সুলতানি এবং মোঘল যুগ। অনুরূপভাবেই এই দুই যুগেই শাসনব্যবস্থার সাথে শিক্ষাব্যবস্থাতেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যা বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচিত হল-

সুলতানি আমলে দিল্লীর শিক্ষাব্যবস্থা-

সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লীতে মাদ্রাসা-ই-মুইজি নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে সুলতানা রাজিয়া মিনহাজ-ই-সিরাজ এবং নাসিরি কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় আমির-খসরু এবং তাঁর ধর্মগুরু নিজাম-উদ্দিন-আউলিয়া দিল্লীর শিক্ষাব্যবস্থা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। খলজি বংশের শাসকদের মধ্যে, জালালউদ্দীন খলজি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া আলাউদ্দীন খলজি নিজে অশিক্ষিত হলেও তাঁর সময় দিল্লী ইসলামিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল।

তৎকালীন সমাজে অসংখ্য “জ্ঞানের কেন্দ্র” বানানো হত, এদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিল—“দার-ই-মাহির”। মহম্মদ বিন তুঘলকও দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, যার সাথে যুক্ত ছিল একটি মসজিদ। এই প্রসঙ্গে [illegible] বরনি বলেছেন, ইসলামিক শিক্ষাব্যবস্থার তুঘলকের সময় 1000 টি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং সক্রিয় ছিল দিল্লীতে।

ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীতে একটি কলেজ নির্মাণ করেন যার সাথেও একটি মসজিদ সংযুক্ত ছিল। এই মাদ্রাসাতে একটি সুপরিকল্পিত বাগান ছিল এবং অধ্যাপক, লেখক, বিদেশী পণ্ডিতদের থাকার জন্য সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত ছিল। মৌলানা-জালালউদ্দীন রুমি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফিরোজ-শাহ তুঘলক নিজে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লেখকদের পৃষ্ঠপোষকের জন্য নানারকম উপহার এবং অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দিল্লীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন ফিরোজাবাদ যা সাহিত্যচর্চার জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করে খুব দ্রুত। ইতিহাসবিদ ফরিশতার মতে, তিনি নিজেই দিল্লীতে 30টি কলেজ নির্মাণ করেন, তাঁর নির্মিত কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলে একসাথে বসবাস করত এবং মেধাবী ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি দানের ব্যবস্থাও ছিল।

মোঘল আমলে দিল্লীর শিক্ষাব্যবস্থা-

দিল্লীর শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দান করে মোঘল আমলে। হুমায়ুন দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, যেখানে শেখ হোসেন অধ্যাপক ছিলেন, এই মাদ্রাসায় গণিত, ইসলাম এবং জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করা হতো।

হুমায়ুনের সমাধির দীর্ঘকাল একটি কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাহামআনগা বেগম মসজিদের নিকটে একটি কলেজ নির্মাণ করেন সাম্রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য। এমনকি তিনি মৌলানা-জয়নউদ্দীনকে, পরিচালনায় রেখে খায়র-উল-মনজিল নামক কলেজের স্থাপন করেন, যার অর্থ হল ভদ্রলোকের গৃহ। উপরোক্ত দারা শিকোর সময় আবু তালিব কালিম ছিলেন বিখ্যাত কবি এবং হাকিম মহম্মদ গিলানি ছিলেন একজন প্রখ্যাত উলেমা।

ঔরঙ্গজেবের সময় শেখ আলম এবং আখরাম এই দুটি কলেজ নির্মাণ করেন শরফউদ্দীন, আবুল হাকিম এবং রফিউদ্দীন, আজিজউদ্দীন নির্মিত মাদ্রাসা দিল্লীর মোঘল সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল। অন্যান্য মাদ্রাসাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- ফিরোজ জঙ্গের মাদ্রাসা, মৌলভি-অলিমুদ্দীনের মাদ্রাসা ইত্যাদি। এইস্কুলে মৌলভি নাজিমুদ্দীনকে কলেজের দারুল-উল-মুয়াল্লি বলা হতো।

এমনকি কিছু কারিগরি ও কর্মশিক্ষার দেবার জন্য বেশ কিছু কারখানা তৈরি হয়েছিল দিল্লীতে। অম্বরের রাজা জয়সিং বিজ্ঞানশিক্ষাকে খুব উৎসাহ দিতেন, তাঁর উদ্যোগে জয়পুর, উজ্জয়িনী, বেনারস, দিল্লী প্রমুখ স্থানে একাধিক Observatories তৈরি হয়েছিল। দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত Observatories টির নাম ছিল যন্তর মন্তর।

মন্তব্য- ইসলামীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শুরু থেকেই দিল্লী একটি প্রভাবশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। সুলতান এবং মুঘল উভয়-সম্রাটেরাই দিল্লীতে ~~শিক্ষা~~ অত্যন্ত উন্নত করতে ব্রতী হয়েছিলেন। দাসবংশের সময় থেকেই দিল্লী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নাদির শাহ এবং আহমদ শাহ আবদালির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে মোঘল

সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালিক শিল্পীয় প্রচলিত লোকচিত্রে ~~[illegible]~~ প্রসার হয়ে যায়। তবুও বলা হয় যে, ইসলামিক শিল্পসংস্কৃতিতে দিল্লী প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল যা অনবদ্যিত রূপ ছিল।